Department of Political Science

Dumkal College

Teacher: SAMIUL MONDAL

For 5 th Semester Honours Students

মানবাধিকারের উৎস ও তিন প্রজন্ম

মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (১৯৪৮) পাশাপাশি কিছু ঐতিহাসিক দলিল, ঘোষণাপত্র, সনদ থেকে বর্তমানের মানবাধিকার তার উৎস বা সূচনার বীজ বপন করেছে।

ব্রিটেনের ১২১৫ সালের মহাসনদ (The Magna Carta, 1215), পিটিশন অফ রাইটস (The Petition of Rights, 1628), বিল অফ রাইটস (The Bill of Rights, 1689) নাগরিক অধিকার সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ব্রিটেনের পর মানবাধিকার বিকাশে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রধান উদ্যোক্তা জর্জ ওয়াশিংটন, Declaration of Independence ঘোষণা করেন, যেখানে বলা হয়, "All men are created equal with inattainable rights to life, liberty and the pursuit of happiness." অর্থাৎ এই ঘোষণায় মানুষের সাম্যের অধিকার জীবনের অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।এ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৯১ সালের প্রথম দশটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, যা 'The American Bill of Rights' বা অধিকারের বিল হিসেবে পরিচিত, মানবাধিকারের ভিত্তি গঠন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) একটি যুগান্তকারী ভূমিকা আছে। সেই সময় মানুষের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে তারা 'Declaration of the rights of men and citizens' নামে একটি দলিল প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়, 'Men are born and remain free and equal in rights.' এর মাধ্যমে ফরাসি জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই তিনটি দেশ ছাড়াও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের সার্বিক অধিকারের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। তাছাড়া

DUMKAL COLLEGE

মেক্সিকোর সংবিধান, জার্মানির সংবিধান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই দেশগুলির সংবিধান, আন্দোলন, বিপ্লবের পাশাপাশি সমকালীন চিন্তাবিদ জন লক, জা জ্যাক রুশো, টমাস পেইন, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল মার্কস প্রমুখ চিন্তাবিদদের লেখনী, ভাবনা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা তৈরি করে। সমসাময়িক সমাজে তাদের মৌলিক চিন্তা, যুক্তিবাদী ভাবনা এবং মানুষের স্বাভাবিক, মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ভবিষ্যতের মানবাধিকারের উৎপত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে।

সুরক্ষা সংগঠন বা পুর সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ প্রমুখের সাহায্যে সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিন প্রজন্মের মানবাধিকার

মানবাধিকারের তিন প্রজন্ম ধারণার উৎস ১৯৭৭ সালে। চেকোস্লোভাকিয়ার আইনবিদ কারেল ভাসাক দ্বারা নির্মিত হয় এই প্রস্তাব।কারেল ভাসাক মূলত ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এটি আলোচনা করেন।

প্রথম প্রজন্মের অধিকার মূলত স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকারকে বোঝানো হয়। জীবনের অধিকার, আইনের চোখে সাম্য, বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সুবিচার পাওয়ার অধিকারগুলি এই প্রথম প্রজন্মের মধ্যে পড়ে।

পরবর্তীকালে এগুলি আন্তর্জাতিক অধিকারের স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র দ্বারা এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ব্রিটেনের ম্যাগনা কার্টা, ফরাসি বিপ্লব, মার্কিন নাগরিকদের অধিকারের বিল, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম প্রজন্মের অধিকার ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্মের মানবাধিকারের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নাগরিকদের মৌলিক আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার দেওয়া হয়। চিকিৎসার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রমুখ অধিকার ব্যাখ্যা করা হয়।

DUMKAL COLLEGE

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একটি দ্বিতীয় অধিকারের বিল আলোচনা করেন ১৯৪৪-এ। বর্তমানে বহু দেশ এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তীকালে ■ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার, শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারের দায়িত্ব এই ইতিবাচক অধিকারগুলি আদায় করা এবং

■ নাগরিকদের সাহায্য করা। তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার হল সেই অধিকার, যেগুলি আন্তর্জাতিক আইন ১৯৭২, 4 স্টকহোম ঘোষণা-র মানব পরিবেশ সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলন, ১৯৯২ রিও ঘোষণা পরিবেশ ও বিকাশ সংক্রান্ত আইন, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর রক্ষা, যোগাযোগের অধিকার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাম্য, স্থায়িত্ব-র অধিকার ঘোষণা

করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই চরম দারিদ্র্য, দেশভাগ, গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানবাধিকার রক্ষা মুশকিল হয়ে পড়ে।

মানবাধিকারের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের পাশাপাশি চতুর্থ প্রজন্মে আরও কিছু মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষকদের মধ্যে অনেকে ঘোষণা করেছেন, চতুর্থ প্রজন্মের ক্ষেত্রে মানবাধিকার দেওয়া হয়েছে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারেও।

এই প্রসঙ্গে চতুর্থ প্রজন্মে ১) ডিজিটালি উপস্থিত থাকার অধিকার, ২) ডিজিটাল বা প্রযুক্তিগত খ্যাতির অধিকার, ৩) ডিজিটাল পরিচয়ের অধিকার (ভারতের আধার কার্ড) স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইদানীং রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, যেমন whatsapp, instagram, facebook, সংবাদপত্র, টিভি, বেতারের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। Technology বা কারিগরি বা ডিজিটালি উন্নতির ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে সর্বস্তরে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে রাষ্ট্র যেখানে স্বৈরাচারী, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশভাগ, দারিদ্র্য, আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ (সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়া, প্যালেস্টাইন সংঘর্ষ, তালিবানি সমস্যা, অনাহার, জঙ্গিহানা, রোহিঙ্গা সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা) ইত্যাদির কারণে অনেকাংশে মানবাধিকার রক্ষা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে আশা করা যায়, অশিক্ষা এবং অসচেতনতা দূর করে, শীঘ্রই আরও সফলভাবে মানবাধিকার রক্ষায় সকলে উদ্যোগী হবে।

সামগ্রিক বিচারে, মানবাধিকারের আবির্ভাব, বিবর্তন, ধারণা, উৎস এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার ঘোষণা, মানবাধিকার আন্দোলনকে একটি আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান আইনি সচেতনতা, সামাজিক গণমাধ্যমের বিকাশ এবং পুরসমাজ-বুদ্ধিজীবী সমাজের জোরালো দাবি ইদানীং মানবাধিকার আন্দোলনকে আরও বেশি শক্তিশালী, মজবুত করেছে। অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা, যা মূলত দুটি

DUMKA COLLEGE

বিশ্বযুদ্ধের সময় বা ঔপনিবেশিকতাবাদের পতনের পর তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে হয়েছে, দেশভাগ, শরণার্থীদের সমস্যা, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট- সবকিছুর মধ্যে দিয়ে সেই সময়ে মানবাধিকার বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

কিন্তু এখনকার মানবসমাজ অনেক সচেতন। সাম্প্রতিককালের সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক রেষারেষি, তালিবান উত্থান, রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটলেও মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এখনকার মনুষ্যসমাজ অনেক বেশি সচেতন এবং সক্রিয়। এই সচেতনতাই ভবিষ্যতের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে এই আশায় মানবাধিকার আন্দোলন তার রসদ জোগাচ্ছে।

DUMKAL COLLEGE